তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৭

**নির্বাচন কমিশনকে আরো আস্থাশীল করে গড়ে তুলতে হবে**

**--- নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা**

রাজশাহী, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা বলেছেন, নির্বাচন কমিশন যদি নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যায়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায় না, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতাও থাকে না। নির্বাচন কমিশনকে জনগণের কাছে আরো বেশি আস্থাশীল করে গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচন ছাড়া দেশের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের কারোরই কাম্য নয়, এটা জনগণও পছন্দ করে না।

 আজ নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-২ আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হকের মৃত্যুতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ৭ জানুয়ারি এ আসনের ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয় এবং ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য পুনঃতপশীল ঘোষণা করা হয়।

 রাশেদা সুলতানা বলেন, এবার নির্বাচনের (দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন) আগ পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অপরিচিত নম্বর থেকে যতগুলো বিষয় আমাদের নজরে এসেছে আমরা তার প্রতিটি বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছি, হয়তো সবগুলো বিষয় পত্র-পত্রিকায় আসে নাই।

 মতবিনিময় সভায় তিনি প্রার্থীদের নির্বাচনি আচরণবিধি আগে নিজেকে মানতে ও পরে অন্যরা মানে কি না তা দেখতে অনুরোধ করেন; অতঃপর নির্বাচন কমিশনসহ ইলেক্টোরাল কমিটির চেয়ারম্যান, রিটার্নিং অফিসার ও নির্বাচন অফিসারের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেন।

 জেলা প্রশাসক মোঃ গোলাম মওলা এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ) ফয়সল মাহমুদ, পিপিএম, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদ/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৩

**পিআইডি, চট্টগ্রামে মতবিনিময় সভা**

**স্মার্ট খাগড়াছড়ি গড়তে পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে**

খাগড়াছড়ি, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 জেলা প্রশাসক মোঃ সহিদুজ্জামান বলেছেন, খাগড়াছড়ি জেলায় বিদ্যমান পাহাড়, নদী ও গিরিপথের নৈসর্গিক সৌন্দর্য প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সারা বিশে^ ছড়িয়ে দিতে হবে। ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে এখানকার সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরতে হবে। এতে করে সৌন্দর্যপিপাসু মানুষ সহজে খাগড়াছড়ির সমৃদ্ধ পর্যটন সম্ভাবনা সম্পর্কে আরো সহজে জানতে পারবে। ফলে পর্যটন খাত বিকশিত হবে। এছাড়া নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

 জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের ভূমিকা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন।

 জেলা প্রশাসন এবং জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় আঞ্চলিক তথ্য অফিস, পিআইডি চট্টগ্রাম আজ এ সভার আয়োজন করে। পিআইডি চট্টগ্রামের সিনিয়র তথ্য অফিসার বাপ্পী চক্রবর্তী সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

 পিআইডি চট্টগ্রামের উপপ্রধান তথ্য অফিসার মীর হোসেন আহসানুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে পুলিশ সুপার মুক্তা ধর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুমানা আক্তার, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ শানে আলম, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ রতন খীসা, জেলা তথ্য অফিসার বেলায়েত হোসেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

 মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন সদর উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জহির উদ্দিন আহমদ, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মাকসুদুর রহমান, প্রেসক্লাব সভাপতি জীতেন

বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের, সিনিয়র শিক্ষক ইউছুপ আদনান, সাংবাদিক তরুন কুমার ভট্টাচার্য, শাহরিয়ার ইউনুছ, মোঃ আজিমুল হক। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিআইডি চট্টগ্রাম এর সিনিয়র তথ্য অফিসার মোহাম্মদ নুরুল হক।

 মূল বক্তব্যে বলা হয় স্মার্ট বাংলাদেশ মানে হচ্ছে বস্তুবাদী চেতনার পাশাপাশি মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং যার যতটুকু সম্পদ ও সামর্থ্য আছে সেটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রযুক্তিকে দক্ষতার সহিত ব্যবহার করা। এতে বলা হয় স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি গঠনে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

 বক্তারা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে স্থানীয় পর্যটন সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী জোরদার করতে হবে। তারা সরকারি দপ্তরগুলোতে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সহজ করার পরামর্শ দেন।

 জেলা প্রশাসক বলেন, খাগড়াছড়ি পর্যটননির্ভর জেলা। দেশের অনন্য সুন্দর পর্যটন স্থানসমূহ এখানে অবস্থিত। কাজেই এখানকার পর্যটনকে ব্র্যান্ডিং করেই স্মার্ট খাগড়াছড়ি নির্মাণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন কাজ করছে। অন্যান্য সরকারি দপ্তর এবং গণমাধ্যমকে এ বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

 উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়িতে কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক, জেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শিক্ষকসহ সুশীল সমাজের শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন।

#

সাইফুল/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬২

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা:

‘শেষবারের মতো আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত হজ নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আপনার নিবন্ধন সম্পন্ন করুন।’ - ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

তফিকুল/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৬১

**শেষবারের মতো হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বিশেষ বিবেচনায় শেষবারের মতো আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ২ লাখ ৫ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন অথবা নির্ধারিত প্যাকেজের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে চূড়ান্ত নিবন্ধন করা যাবে।

প্রাথমিক নিবন্ধন করা হলে প্যাকেজের অবশিষ্ট মূল্য ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে একই ব্যাংকে জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় এ বছর হজে যাওয়া যাবে না এবং প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় জমাকৃত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না।

#

তফিকুল/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬০

**অনলাইনে জুয়ার অ্যাপস শতভাগ বন্ধ করা হবে**

 **--- জুনাইদ আহমেদ পলক**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, অনলাইনে জুয়ার অ্যাপস শতভাগ বন্ধ করা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবৈধ প্রোপাগান্ডা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর। তিনি যে কোন মূল্যে তা বন্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সদর দপ্তরে স্থাপিত সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স সেন্টার পরিদর্শনকালে এই নির্দেশ দেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় স্বল্প সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

 এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার ই কায়নাত, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিনসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে জুনাইদ আহমেদ পলক টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সাল, নতুন বছরে আমাদের সামনে নতুন রূপকল্প দিয়েছেন সরকারপ্রধান, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিকরূপ, দক্ষ মানবসম্পদ, ক্যাশলেস এবং পেপারলেস সমাজ ও সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চান তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে আগামী ৫ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে ২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এ পরিকল্পনা ঘোষণার পর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথনকশা এবং মেধাবী নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে সফল বাস্তবায়নের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। আগামী ১৭ বছরে কীভাবে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়ন করবো আগামী ৫ বছরেই আমাদেরকে তার ভিত্তি তৈরি করতে হবে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট এই ৪টি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভূমিকা কী হবে, পরিকল্পনা কী এবং প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্পের সাথে কতটা সম্পৃক্ত তা বিবেচনা করে আমাদের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী দৈনিক, মাসিক ও বাৎসরিক কী কী কাজ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ করবেন এবং তার আউটপুট কী হবে তার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং বিগত বছরগুলোর অর্জন কী ছিল এই সকল তথ্যের সমন্বয়ে একটা তুলনামূলক চিত্র সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

 জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, পরিবর্তনের সাথে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনও জরুরি। পাশাপাশি এই পরিবর্তনে আমরা কি শুধুমাত্র খাপখাইয়ে নিব না নেতৃত্ব দিব, সেটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। আমরা যদি খাপখাইয়ে নিতে চাই, তাহলে আমাদের কর্মপরিকল্পনা হবে একরকম আর যদি আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরি করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভূমিকার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

#

 শেফায়েত/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৯

**সাগর-রুনি হত্যার বিচার হারিয়ে যাবে না**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, সাগর-রুনির হত্যাকারীদের ধরা হবে। এ হত্যার বিচার হারিয়ে যাবে না। এ হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে যে যে পদক্ষেপ সরকারের নেওয়া উচিত, সেটা সরকার নেবে।

 আজ রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহকারী জজ ও সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ৪৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দিতে র‌্যাব ব্যর্থ কি না এবং এই তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করা হবে কি না-এসব প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, র‌্যাব তদন্তে ব্যর্থ সেটা বলবো না। তবে তদন্ত কাজের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সেটাও করা হবে। ঘটনা যেমনভাবে ঘটেছে যে কোনো সংস্থার জন্য এটা একটু কঠিন তদন্ত শেষ করা।

 ১২ ফেব্রুয়ারি সাগর-রুনির মৃত্যুবার্ষিকী কিন্তু বিচার না হওয়ায় পরিবারের হতাশা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের পরও আমাদের হতাশা ছিল কারণ হত্যার পরে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়ে ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে বিচারকার্য শেষ করেছেন। এরপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও করেছেন। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখন আর নেই।

 অন্য এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অহেতুক গ্রেফতার বা কারাগারে পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে আদালত ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে যে রায় দেবেন তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্টদের বলেও জানান আইনমন্ত্রী।

 বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারোয়ার ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) শেখ আশফাকুর রহমান।

#

রেজাউল/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৮

**বিজিবি’র অভিযানে বিপুল অর্থের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী জব্দ**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গত জানুয়ারি-২০২৪ মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে সর্বমোট ১৪৬ কোটি ৫৯ লাখ ৮২ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান পণ্যসামগ্রী এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

 জব্দকৃত চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ৬ কেজি ৬২০ গ্রাম স্বর্ণ, ১ লাখ ৮৪ হাজার ৪৪টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ৭ হাজার ৮৭৪টি ইমিটেশন গহনা, ১৩ হাজার ৪৮৯টি শাড়ি, ১২ হাজার ৩২টি থ্রিপিস/শার্টপিস/চাদর/কম্বল/তৈরিপোশাক, ৪ হাজার ৮৮২ ঘনফুট কাঠ, ২ হাজার ১৫০ কেজি চা পাতা, ২৭ হাজার ১৫০ কেজি কয়লা, ২টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ১৪টি ট্রাক, ১টি বাস, ৭টি পিকআপ, ৩টি প্রাইভেটকার/মাইক্রোবাস, ১৯টি সিএনজি/ইজিবাইক এবং ৫৯টি মোটরসাইকেল।

 উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৯টি পিস্তল, ৫টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৮টি ম্যাগাজিন, ২.৪৫ কেজি গান পাউডার এবং ৩৩ রাউন্ড গুলি।

 এছাড়াও গত মাসে বিজিবি কর্তৃক বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১০ লাখ ৪৮ হাজার ১৬৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৮ কেজি ৩১২ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ৩৯ দশমিক ৩৭৪ কেজি হেরোইন, ১১ হাজার ৯৭৬ বোতল ফেনসিডিল, ১৯ হাজার ৭২৪ বোতল বিদেশি মদ, ১ হাজার ২৯৬ লিটার বাংলা মদ, ১ লাখ ১ হাজার ৭৬০ পিস মদ তৈরির ট্যাবলেট, ১ হাজার ৩৮ ক্যান বিয়ার, ৬৫৪ কেজি গাঁজা, ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৪৫টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন, ২ হাজার ৪৮২ বোতল ইস্কাফ সিরাপ, ৪ দশমিক ৮৪৫ কেজি কোকেন, ১১ হাজার ৯৭৬ বোতল এমকেডিল/কফিডিল, ৫ লাখ ২১ হাজার ৩০৮ পিস বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, ১৬৭ প্যাকেট কীটনাশক এবং ১ হাজার ১৬৪টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

 সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে ইয়াবাসহ বিভিন্ন প্রকার মাদক পাচার ও অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪৫ জন চোরাকারবারিকে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৫৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক, ৬ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ১৮৭ জন মিয়ানমার নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরীফুল/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭৫৭

**বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ির পেটেন্ট পেতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে**

 **---জাহাঙ্গীর কবির নানক**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পেটেন্ট পেতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক।

মন্ত্রী বলেন, অতিসম্প্রতি ভারত তাদের একটা শাড়ির পেটেন্ট রাইট নিয়েছে, তবে কীভাবে করেছে আমার তা জানা নাই, এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, আমরা জরুরিভাবে মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সভা করেছি। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ির পেটেন্ট পেতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আজ মতিঝিলস্থ পাট অধিদপ্তর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সেলিনা হোসেন ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রণালয় ও পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কাঁচা পাটের উপযুক্ত দাম নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ১৯টি পণ্যে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক রয়েছে। এসব পণ্যে কেউ যদি প্লাস্টিকের ব্যবহার করে তাহলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশব্যাপী সারা বছর অভিযান চলমান থাকলেও বর্তমান পেক্ষাপটে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, পাট চাষ নিশ্চিতকরণে বীজ সরবরাহ সঠিক রাখার পাশাপাশি কৃষককে অন্যান্য উপকরণ সহায়তার কারণে সম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির ধারা বেগবান করার লক্ষ্যে সর্বদা পাটের বাজার দর পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। ফলে পাটকলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে, যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের পাটখাতকে সমৃদ্ধ ও আধুনিক করতে সরকারের ধারাবাহিক সময়োপযোগী পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বহুমুখী পাটজাত পণ্য রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পাটখাতের অংশীজনদের নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, পাটখাতে সরকারের নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতটি অসামান্য অবদান রাখছে। বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। তিনি এসময় পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

সৈকত/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। এ সময় ৬৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৫১০ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৫

**আগামী এক বছরের মধ্যে সংরক্ষণের জন্য জলাভূমির ম্যাপিং করা হবে**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলাভূমি সংরক্ষণে আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সকল জলাভূমী ম্যাপিং করা হবে। এছাড়া, জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে ইনভেন্টরি করা হবে। তিনি আরো বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ পূর্বক সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।

আজ ‘বিশ্ব জলাভূমি দিবস’ উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জলাভূমি আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার জলাভূমি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি সকলকে জলাভূমি রক্ষায় সহায়তা করার আহ্বান জানান।

বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ বক্তৃতা করেন।

#

দীপংকর/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/রাসেল/শামীম/২০২৪/১৫৫৭ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৪

**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণের**

**বেতন-ভাতা’র সরকারি অংশের ৮টি চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ)
শিক্ষক-কর্মচারীগণের জানুয়ারি ২০২৪ মাসের বেতন-ভাতা’র সরকারি অংশের ৮টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়ে এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক পিএলসি, স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যাংক হতে জানুয়ারি মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করতে পারবেন।

#

বিপুল/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৫০৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৩

পরিবেশমন্ত্রীর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাক্ষাৎ

**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে**

 **- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে। ভবিষ্যতে কিভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আজকের বৈঠকটি আমাদের অংশীদারিত্বকে সুদৃঢ় করতে এবং সহযোগিতার জন্য নতুন উপায় অন্বেষণের একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ।

আজ সচিবালয়ে পরিবেশ মন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ অন্যান্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যাবে। বাংলাদেশের জলবায়ু লক্ষ্যসমূহের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উভয় দেশের জন্য আরো জলবায়ু-সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করে যেতে হবে।

রাষ্ট্রদূত হাস এবং পরিবেশ মন্ত্রী উভয়েই গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন।

#

দীপংকর/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫২

**মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে বলেই সারাবিশ্ব বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে আগ্রহী**

 **-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

বেলজিয়াম (ব্রাসেলস), ৪ ফেব্রুয়ারি:

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বিশ্বকে চমকে দিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন বলেই বিশ্বের সকল দেশ বাংলাদেশের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব কালচার মিলনায়তনে গতকাল বাংলাদেশ কমিউনিটি বেলজিয়াম এবং বেলজিয়াম আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের সকল সূচকে বাংলাদেশ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং বিএনপি-জামাতের ‘পলিটিক্স অব ডিনায়াল’ এবং ‘পলিটিক্স অব কনফ্রন্টেশন’ অর্থাৎ সবকিছুতে না বলার অপসংস্কৃতি ও সাংঘর্ষিক রাজনীতি এবং তাদের জ্বালাও-পোড়াও যদি না থাকতো, দেশ আরো বহুদূর এগিয়ে যেত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসীদের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসীদেরকে সবসময় বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন, স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

প্রবাসী বক্তারা তাদের বক্তৃতায় বেলজিয়ামে দীর্ঘসময় অধ্যয়নকারী ড. হাছান মাহ্‌মুদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বাংলাদেশ কমিউনিটি বেলজিয়াম ও বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদকে ফুল ও সংবর্ধনা স্মারক দিয়ে অভিষিক্ত করা হয়।

বেলজিয়াম আওয়ামী লীগ সভাপতি শহিদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ব্রাসেলসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালেহ, সাবেক রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর চৌধুরী রতন, ফ্রান্সে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাসেম, ড. ফারুক মির্জা, মোতাহার চৌধুরী, মনির হোসেন পলিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ব্রাসেলসে তৃতীয় ইইউ ইন্দো-প্যাসিফিক মিনিস্টেরিয়াল ফোরামে দেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ফোরামে বক্তৃতার পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কমিশনার ফর ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপস, কমিশনার ফর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট এবং ১০টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

#

আকরাম/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/রাসেল/আলী/শামীম/২০২৪/১৫৫৫ ঘন্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫১

**জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৫ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দেশব্যাপী ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি একটি জ্ঞানমনস্ক জাতি ও সমাজ গঠনে কাজ শুরু করেছিলেন। বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তিনি আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গ্রন্থাগারের সেবাদান কার্যক্রমও উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত গ্রন্থাগারের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা ইতোমধ্যে দেশের ৩৯টি জেলায় একতলা বিশিষ্ট সরকারি গণগ্রন্থাগার ভবন এবং ৬টি জেলায় নতুন ৩তলা ভবন নির্মাণ করেছি। এছাড়া, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের ২ লাখ পুস্তকের ডাটাবেজ তৈরি, RFID সংযুক্তকরণ এবং একটি ডাটা সেন্টারও নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে দেশের ১০০০টি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করেছি, যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইসমূহ সংগ্রহে রাখা হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম বইসমূহ পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারসমূহ তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগারসমূহের মতো উন্নত এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিকে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের ভবন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতির পিতার পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জে ‘শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র’ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া ‘চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স’ নির্মাণ প্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বই নিয়ে প্রতিটি জেলার পাঠকের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে গেছে। গ্রন্থাগারের জনবলকে দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ গ্রন্থাগারটিকে একটি আধুনিক দৃষ্টিনন্দন গ্রন্থাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে লাইব্রেরি-ঘণ্টা চালুর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞানার্জন, গবেষণা, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত করে তোলা এবং পাঠ্যাভ্যাস নিশ্চিতকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন গ্রন্থাগার ব্যবহারে দেশের মানুষকে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/ফাতেমা/রবি/সাজ্জাদ/আলী/শামীম/২০২৪/১৩০৬ ঘন্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫০

**চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে**

রংপুর, ২১ মাঘ, (৪ ফেব্রুয়ারি):

চলতি মৌসুমে রংপুর বিভাগের রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে। এ অঞ্চলে ৫ হাজার ৫১২ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ১২ হাজার ৫৫৮ মেট্রিক টন চিনাবাদাম উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় এ অঞ্চলের চাষিদের মধ্যে চিনাবাদাম চাষে আগ্রহ বেড়েছে।

রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি মৌসুমে সবচেয়ে বেশি চিনাবাদামের চাষ হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলায়। এ জেলার ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার চরে প্রচুর পরিমাণ চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে মোট ২ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে। গাইবান্ধা জেলায়ও এ মৌসুমে চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে। এ জেলার তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীবেষ্টিত ২৮টি ইউনিয়নের ১৫০টির বেশি চরে মোট ১ হাজার ৯২৫ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। এছাড়া, রংপুর জেলায় ২২০ হেক্টর, লালমনিরহাট জেলায় ৪৬২ হেক্টর ও নীলফামারী জেলায় ৫৫ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে।

#

মামুন/ফাতেমা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১০৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫০

**চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে**

রংপুর, ২১ মাঘ, (৪ ফেব্রুয়ারি):

চলতি মৌসুমে রংপুর বিভাগের রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে। এ অঞ্চলে ৫ হাজার ৫১২ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ১২ হাজার ৫৫৮ মেট্রিক টন চিনাবাদাম উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। খরচ তুলনামূলক কম হওয়ায় এ অঞ্চলের চাষিদের মধ্যে চিনাবাদাম চাষে আগ্রহ বেড়েছে।

রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি মৌসুমে সবচেয়ে বেশি চিনাবাদামের চাষ হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলায়। এ জেলার ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার চরে প্রচুর পরিমাণ চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলায় চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে মোট ২ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে। গাইবান্ধা জেলায়ও এ মৌসুমে চিনাবাদামের চাষ বেড়েছে। এ জেলার তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীবেষ্টিত ২৮টি ইউনিয়নের ১৫০টির বেশি চরে মোট ১ হাজার ৯২৫ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে। এছাড়া, রংপুর জেলায় ২২০ হেক্টর, লালমনিরহাট জেলায় ৪৬২ হেক্টর ও নীলফামারী জেলায় ৫৫ হেক্টর জমিতে চিনাবাদাম চাষ করা হয়েছে।

#

মামুন/ফাতেমা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১০৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৯

**ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য একুশের চেতনায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রয়োজন**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সৃষ্টিশীলতা বিকাশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব অপরিহার্য। একুশের চেতনায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবই হতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন করতে। সৃষ্টিশীল মানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তনই সমাজের অনেক কল্যাণের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। তাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার বায়ান্নর একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদেরকে দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

গতকাল ঢাকায় ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে ‘একুশের চেতনায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, সমাজ বিনির্মাণে আমাদের মনোজাগতিক পরিবর্তনও প্রয়োজন কারণ সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করতে হবে। তবে অবাধ তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগের এ সময়ে আমাদের নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অনেক এগিয়ে গেলেও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে অনেক কিছুতে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী আরো বলেন, ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে।

লাকসাম-মনোহরগঞ্জ ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদ’, ঢাকা ও লাকসাম-মনোহরগঞ্জ পেশাজীবী পরিষদের আয়োজনে এ সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম সাইফুর রহমান, লাকসাম পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের, মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, লাকসাম- মনোহরগঞ্জ সভাপতি অহিদুল্লা মজুমদার।

#

হেমায়েত/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৮

**পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করবো - পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি-বাঙালি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নিরসন এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বদান্যতায় পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তখন থেকেই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে।

গতকাল খাগড়াছড়ি জেলা সদরে মারমা উন্নয়ন সংসদ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য অঞ্চলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। যে সমস্ত কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়েছে তা দ্রুত সমাপ্ত করা হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মারমা উন্নয়ন সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মংপ্রু চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী, মং সার্কেলের রাজা সাচিংপ্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী চাইথোঅং মারমা প্রমুখ।

#

রেজুয়ান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৭

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

‘শেষবারের মতো আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত হজ নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আপনার নিবন্ধন সম্পন্ন করুন’- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আবুবকর/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১০২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৬

**জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ৫ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু যা জ্ঞানের পরিধি বাড়ায় ও মানবসত্তাকে জাগ্রত করে। মনের খোরাক মেটানোর পাশাপাশি বই মানুষকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে। একটি আলোকিত ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বই পড়ার চর্চা বাড়ানোর বিকল্প নেই। আর কালের পরিক্রমায় সভ্যতার সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে গ্রন্থাগার। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বই সংরক্ষণ ও পড়ার অভ্যাস ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে মানুষকে বই পড়ায় উৎসাহিত করতে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ পালন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

তথ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হলো গ্রন্থাগার। সকলের জন্য আধুনিক অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুবিধাসম্পন্ন গ্রন্থাগার নির্মাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পাঠক, গবেষক ও তথ্য সংগ্রহকারীদের কাছে গ্রন্থাগারকে আরো আকর্ষণীয় ও কর্মপোযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার হয়ে উঠুক সকলের পথ চলার পাথেয়-এই প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস- ২০২৪’ এর সাফল্য কামনা করি ৷

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১০২০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ